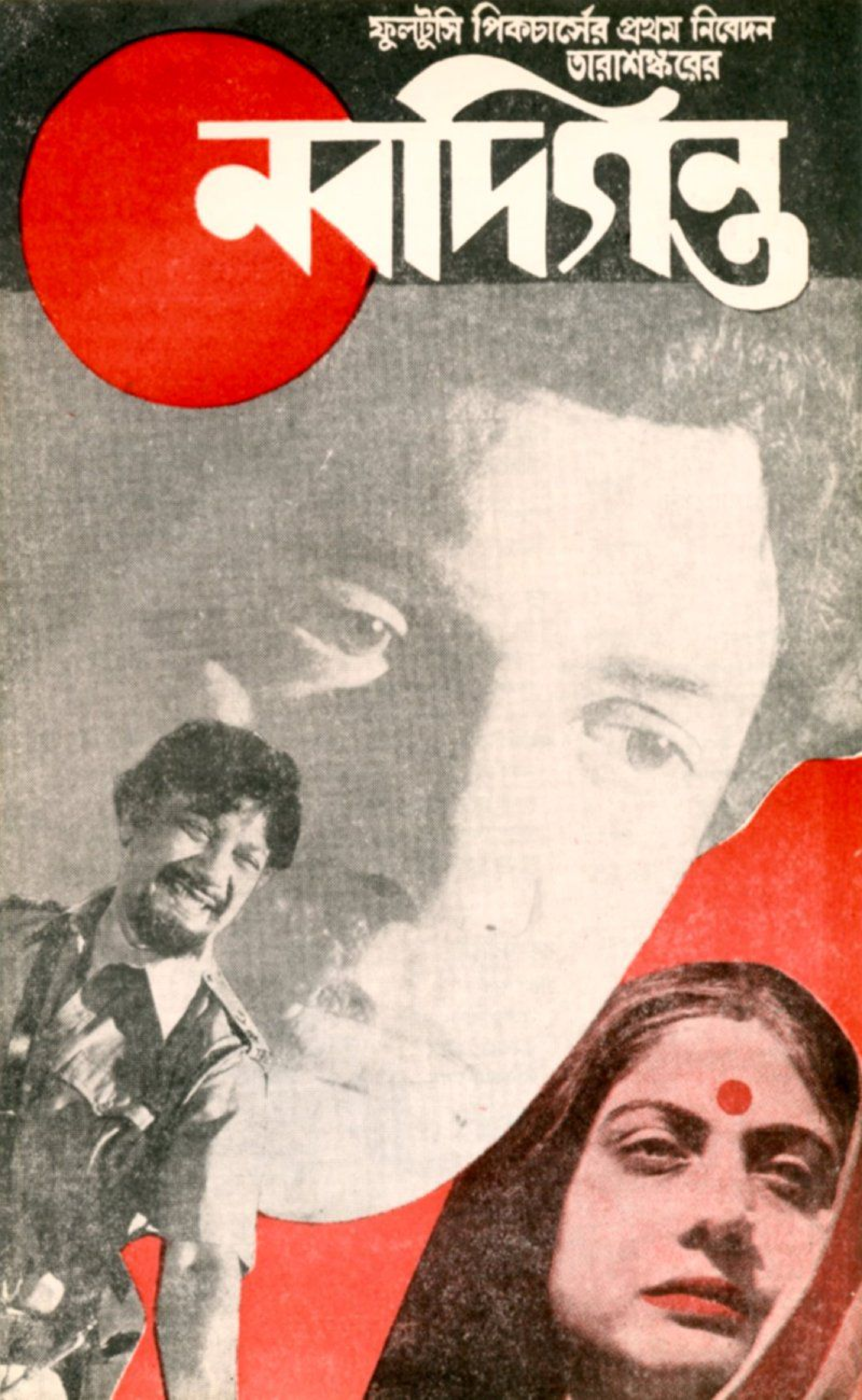
ফুলটুসি পিকচার্সের প্রথম নিবেদন
তারাশঙ্করের
নবদিগন্ত

ফুলটুসি পিকচার্সের

প্রথম নিবেদন

তারাশঙ্করের

নবদিগন্ত

প্রযোজনা

শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য . সংলাপ .পরিচালনা

পলাশ বন্দোপাধ্যায়

সংগীত

কালিপদ সেন

চিত্রশিল্পী

দীপক দাস

শিল্পনির্দেশনা

রবি চট্টোপাধ্যায়

শব্দগ্রহণ

জে. ডি. ইরানী
অনিল দাশগুপ্ত
বাবু সেনগুপ্ত

সম্পাদনা

কালিপ্রসাদ রায়

সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা

সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

রূপসজ্জা

গোপাল হালদার

কর্মসচিব

প্রণয় ধর

বাণিজ্য সচিব

মলয় নন্দী
মদন মজুমদার

ব্যবস্থাপনা

পুলিন সামন্ত

সাজসজ্জা

বাপি দাসগুপ্ত
কানাই দাস

স্থিরচিত্র

এডনা লরেঞ্জ

মৃৎশিল্পী

জিতেন পাল

পরিচয়লিখন

দিগেন স্টুডিও

ক্যামেরা এবং শব্দযন্ত্র

সিনে ইক্যুপ

গান

ডি. এল. রায়
কাজী নজরুল ইসলাম
শিবদাস বন্দোপাধ্যায়

কণ্ঠসংগীত

মান্না দে
বনশ্রী সেনগুপ্ত
অনুপ ঘোষাল
মৃণাল মুখোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা

বিবেক বক্সী
গুলবাহাদুর সিং
বিবেকানন্দ বসু

সংগীত

শৈলেশ রায়

চিত্রশিল্প

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
সুবীর রায়
বরুণ রাহা
সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রচার সচিব

শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

প্রচার অংকন

পি. কে. অ্যাডভ্যাটাইজিং
এস. স্কোয়ার
নির্মল রায়

শিল্পনির্দেশনা

সুরথ দাস

সম্পাদনা

স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়
মলয় বন্দোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা

পতিরাম মণ্ডল

শব্দগ্রহণ

বাবাজী শ্যামল
দুলাল দাস

রূপসজ্জা

শম্ভু দাস

আলোক সম্পাত

প্রভাস ভট্টাচার্য
ভবরঞ্জন । সুনীল
তারাপদ । কিশোরী
রামদাস । হংসরাজ

সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজন

বলরাম বারুই

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও ও ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অন্তর্দৃশ্য গৃহীত। গৌরী মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সিনে সিকস্টিন ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দুর্গাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
সুব্রত নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়
জগন্নাথ বন্দোপাধ্যায়
চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়
মহাদেব বন্দোপাধ্যায়
যাদবলাল উচ্চ
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (লাভপুর)
সমীরা মুখোপাধ্যায়
সবিতা রায়
অনিমেষ দত্তগুপ্ত
রতিলাল মাঝিতিয়া
সৌমেন্দু রায়
মনীষ দাসগুপ্ত
বীরভূম জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ
সেন্ট ইজনোটিয়াস প্যারিস চার্চ

অভিনয়ে

উত্তমকুমার
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
মৃণাল মুখোপাধ্যায়
ছায়াদেবী
দীপ্তি রায়
পূর্ণিমা রায়
তপতী ভট্টাচার্য
হরিধন মুখোপাধ্যায়
ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য
সমর দত্ত
অরুণাভ অধিকারী
বিনয় লাহিড়ী
শান্তি চট্টোপাধ্যায়
বলাই মুখোপাধ্যায়
সুধীর রায়
প্রেমাংশু বসু
উমানাথ ভট্টাচার্য
প্রশান্ত মণ্ডল
গৌর শী
প্রবোধ মুখোপাধ্যায়
বীরেন চট্টোপাধ্যায়
নীহার চক্রবর্তী
দেবতোষ ঘোষ (অতিথি)
দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
রমেশ মুখোপাধ্যায়
অমল মুখোপাধ্যায়
রসরাজ চক্রবর্তী
শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়
সমীর রায়
নিপু মিত্র
গিরিশ মাঝিতিয়া
জি. মালাকার
প্রদীপ সাহা
কৃষ্ণকান্ত সর্দার
ও
আরও অনেকে

পরিবেশনা

সোনালী এন্টারপ্রাইজ

কাহিনী

একই রাত্রে মা-বাবাকে হারিয়ে কিশোর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৈতৃক ভিটে ছেড়ে ভিন্নগ্রামে বাবার এক শিষ্যর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে পড়াশুনা শুরু ক'রলো। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র, শুধু লেখাপড়াতেই নয়, সমাজ সেবাতেও সে ছিল অগ্রণী। স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে গ্রামের জমিদার হরিচরণের বিভিন্ন গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে একমাত্র কন্যা রজনীর সাথে তার বিবাহ দিলেন।

নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান স্থান পেলো জমিদার বাড়ীতে। কিন্তু অল্পদিনেই দেখা দিলো আদর্শের সংঘাত। ইংরেজভক্ত দাম্ভিক জমিদার বাড়ীর পরিবেশ স্বাধীনচেতা হরিচরণের পক্ষে অসহনীয়। তাই একদিন সে আশ্রয় ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বেড়িয়ে পড়লো। ক'লকাতায় এসে জনৈক মুদীর দোকানে কাজ করে হরিচরণ তার শিক্ষাজীবন শেষ ক'রলো। ইংরেজী ভাষার প্রতি তার চিরদিনই অনীহা তাই পূর্বপুরুষদের পেশামত সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে এসে টোল খুলে বসলো। স্বামীর অধিকারে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে চাইলো। ধনীর দুলালী রজনী সানন্দে সবকিছু ঐশ্বর্য ত্যাগ করে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ বেশে স্বামীর সঙ্গে বেড়িয়ে পরলো।

দিন কেটে যায়। হরিচরণের সংসারে প্রাচুর্য নেই—কিন্তু সুখ আছে—শান্তি আছে। দুটি মেয়ে হ'লো তার। নাম রাখলো রমা আর উমা। নিজের আদর্শে মেয়ে দুটিকে মানুষ করে তুললো।

দরিদ্র হরিচরণ জনৈক মহাজনের কাছে ঋণের প্রতিশ্রুতি পেয়ে রমার বিবাহের দিন স্থির করলো। বিবাহের দিন মহাজন শুধু হাতে টাকা দিতে অস্বীকার ক'রলো। পাত্রের পিতা পণ না পেয়ে বিবাহের আসর থেকে পাত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। বিয়ের কনে রমা বাবার এই অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করে সবার অলক্ষ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা ক'রলো।

যে হরিচরণ সারাজীবন লড়াই করে এসেছে—কন্যার শোকে সে আত্মহারা হয়ে উঠলো। স্ত্রী আর উমাকে রেখে চাকুরীর সন্ধানে ক'লকাতা রওনা হ'লো। কিন্তু কোথায় চাকরী? সর্বত্রই 'নো ভ্যাকান্সী।'

হরিচরণ চাকুরীর আশায় খৃষ্টান ধর্মের আশ্রয় নিলো। নতুন নাম হ'লো হ্যারি ব্যাগু। চাকুরী জুটলো তার গ্রাম্য দারোগার। আজন্ম ইংরেজ বিদ্বেষী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হরিচরণ গ্রামে স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানালো—সে আত্মহত্যা করেছে। থানায় যোগ দিয়েই হ্যারি অন্যায়, অবিচার আর সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রলো। হ্যারি ঘুষ খায় না—কারও কাছে নতি স্বীকার করে না। নিজের পূর্ব পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখে। মাতৃভাষাতেও কথা বলা বন্ধ করে। কিন্তু রাত্রি হলেই হ্যারি যেন বদলে যায়। একদিন পরিচয় হয় স্থানীয় জমিদার পরিবারের একমাত্র সন্তান স্বদেশসেবী অজয়ের সাথে। উভয়ের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। অজয়ের মাকে হ্যারি অনুরোধ করে,—তিনি যেন অজয়ের

গান। এক

তোরা সব গারে আগমনী
গেয়ে যা প্রাণ ভরে রে—
আসে দূর্গারাণী—
ও শোন কেশরী
গরজে হরষে মরি রে—
সাজা তোরা ফুলের সাজে—
আসে হৃদয় রানী।

গান

গান। দুই

ক-এ কাগজ
ক-এ কলম
খ-এ খাতার পাতায় লেখে
গ-এ আমার গোবর গণেশ
কেমন লেখা পড়া শেখে।
না না না—এটাই ঠিক
শোন আমার কথা—
আমি হ'লেম বিদ্যেধরী
তোমার কাটা যাবে মাথা।
লোক নিন্দা লোক লজ্জা
বিঁধবে তোমার বুকে
আমার গোবর গণেশ দেখ
কেমন লেখা পড়া শেখে।
র-এ রাগ, মুখটি লাল
ম-এ তে হয় মউ
ব-এ তে বই শুধুই কি হয়
হয় না কি আর বউ ?
সকাল-সন্ধ্যা জপ তপেতে
পারে পুরুত গিরি
চাল কলা আর শাড়ী গামছা
আসবে ঝুড়ি ঝুড়ি
অং বং লং মন্ত্র তোমার
ফুটবে কেবল মুখে।
আমার গোবর গণেশ দেখ
কেমন লেখা পড়া শেখে।

গান

গান । তিন

শুন্য এ বুকে পাখী মোর আয়
ফিরে আয় ফিরে আয়
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়।

তুই নাই ব'লে ওরে উন্মাদ
পান্ডুর হলো আকাশের চাঁদ
কেঁদে নদী জল করুণ বিষাদ
ডাকে আয়—ফিরে আয়।
গগনে মেলিয়া শত শত কর
খোঁজে তোরে তবু ওরে সুন্দর
তোর ওরে বনে উঠিয়াছে ঝড়
লুটায় লতা ধুলায়—

তুই ফিরে এলে ওরে চঞ্চল
আবার ফুটিবে বনে ফুলদল
ধুসর আকাশ হইবে সুনীল
তোর চোখের চাওয়ায়
শুন্য এ বুকে পাখী মোর আয়
ফিরে আয় ফিরে আয়।

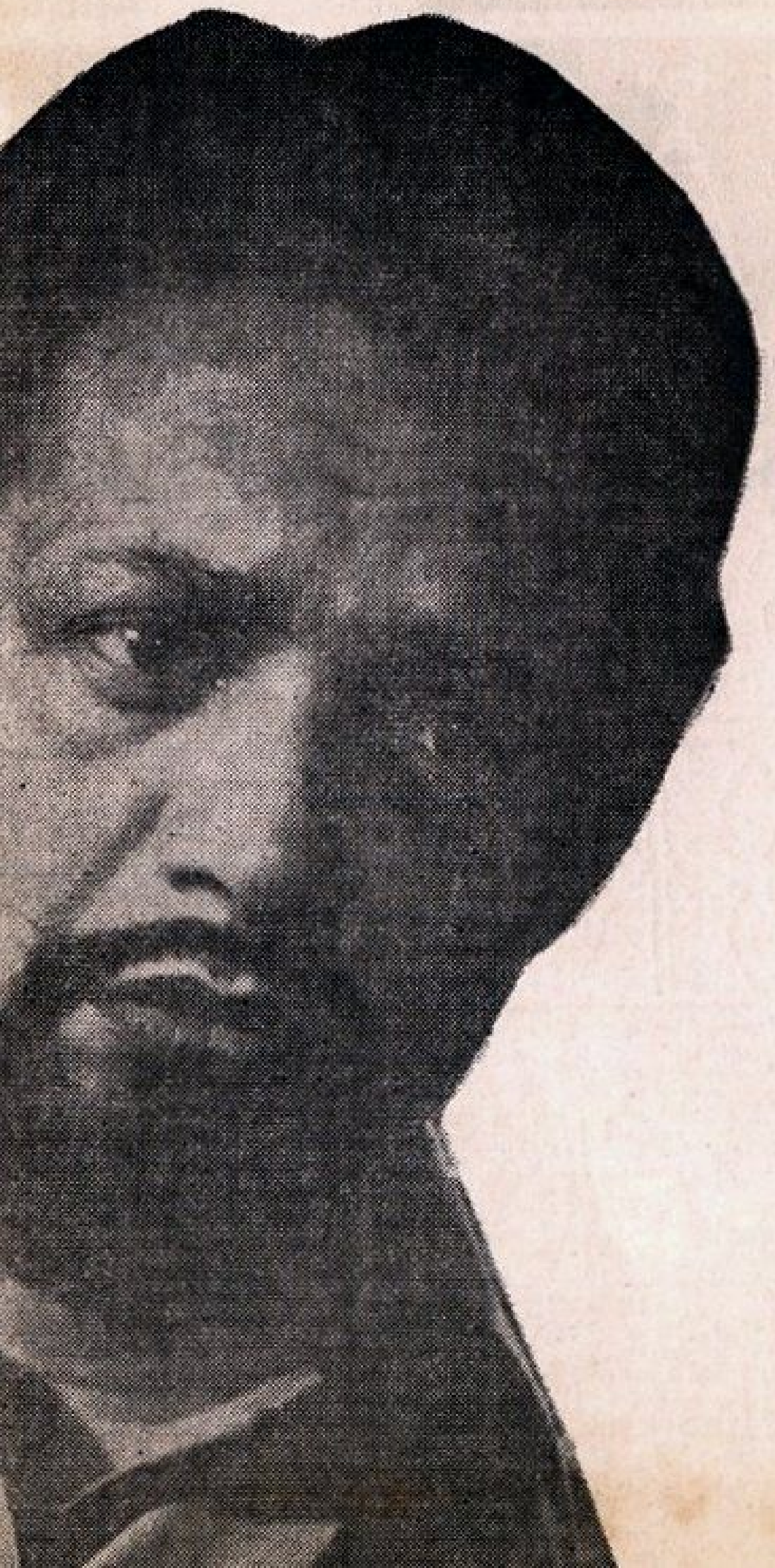

গান । চার

বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।

কেন গো মা তোর ধুলায় আসন
কেন গো মা তোর মলিন বেশ
সপ্ত কোটি সন্তান যার
ডাকে উচ্চে আমার দেশ।

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ।
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘিরে আছে আজি আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমায়
ভাতিবে আবার ললাটে তোর
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য
মানুষ আমরা নহি তো মেষ
দেবী আমার সাধনা আমার
স্বর্গ আমার আমার দেশ।

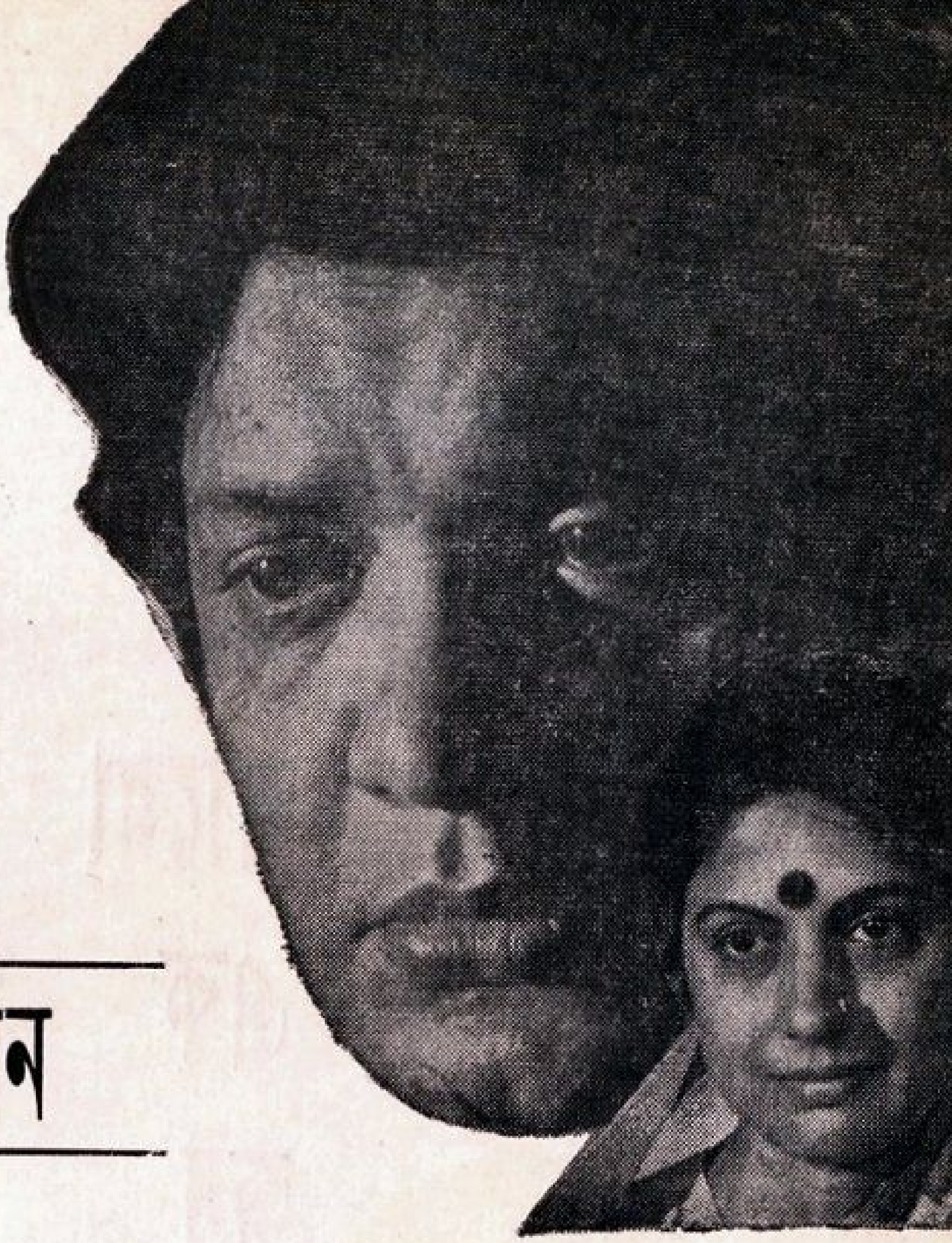

গান

গান । পাঁচ

দুনিয়ায় মোর কেহ নাই
আমি একা শুধু একা,
মুছে ফেলা হায় যায় কি কভু
আপন ভাগ্য রেখা।

পথ ডাকে আয় পথের ধুলায়
পথকে করেছি ঘর,
দুঃখ এ বুকে তবু আছি সুখে
আপন হয়েছে পর।
মোর জীবনের আলো—হাসি গান
অশ্রু দিয়ে সে লেখা।

সুখ নামে সেই সুখের পাখিটা
কবে চ'লে গেছে দূরে
যত তারে ডাকি তবু দেয় ফাঁকি
আসে না তো আর ফিরে।
যত খুঁজি আমি এতটুকু সুখ
পাই না তো তার দেখা
আমি একা—শুধু একা—

সোনালী এণ্টারপ্রাইজের

পরবর্তী আকর্ষণ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর

আরো
এক
জন

অবলম্বনে

উত্তম

সুমিত্রা

সমিত

অভিনীত

?

চিত্রনাট্য · পরিচালনা

সৃজন

সংগীত । সুমিত রায়

প্রচার সচিব শৈলেশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং এসডি প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ।